16

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. 25 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

এডিবির সাহায্য সংকোচন

সংস্কার কর্মসূচী ও কাঠামো পরিবর্তনে সরকারী অঙ্গীকার না দেখলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে কোনো অর্থ সাহায্য দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। সদ্যসমাপ্ত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্যারিস বৈঠকের জন্য প্রস্তুত এক স্মারকে এডিবি এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। এ ছাড়া এডিবি বাংলাদেশে সাহায্য সংকোচনের নতুন নীতিও গ্রহণ করেছে। প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, এখন থেকে এডিবি বাংলাদেশে ১৫ কিংবা তার চেয়েও কম খাতে সাহায্য দেবে। আগে দিতো ৩০টি খাতে। শুধু তাই নয়, সংস্থা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানেরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছে। এতোদিন বাংলাদেশ এশীয় উন্নয়ন তহবিলের অপেক্ষাকৃত বেশী সুবিধাজনক ঋণ লাভ করতো। এখন এই সঙ্গে তাকে চড়া সুদেও ঋণ নিতে হবে। বস্তুত এডিবি বাংলাদেশকে সাহায্যে প্রদানের ক্ষেত্রে তার এতোদিনের নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। স্মারকে বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলো তারই প্রমাণ বহন করে। জানা গেছে, এরপর এডিবি ভৌত খাতে বিনিয়োগের বদলে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বিষয়ক প্রকল্পেই বেশী সাহায্য দেবে। এ ছাড়া উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে অধিক গুরুত্ব দেবে।

সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে এডিবির এই নীতিগত পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। খাত অর্ধেকের কমে নামিয়ে আনার অর্থ সাহায্য প্রবাহ ব্যাপক হারে কমিয়ে দেয়া। এতে এ যাবৎ সাহায্যপ্রাপ্ত খাতের সংখ্যাই হ্রাস পাবে না, বাস্তবায়নাধীন অনেক প্রকল্পও বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশের সঠিক উন্নয়নে ভৌত খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই খাতে এডিবির সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে বিভিন্ন প্রকল্প যা এডিবির সাহায্যে বাস্তবায়িত হচ্ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেগুলো আর হবে না। আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজনীয়তা আছে বটে কিন্তু তা ভৌত খাতের চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার মত নয়। অথচ এডিবি এ দিকটিতেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর মধ্যে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা প্রদানে এডিবির বিশেষ গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি বিরাট প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ব্যাপারটি বাংলাদেশের জনগণ কখনোই সহজভাবে গ্রহণ করেনি। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্তাব ভারতের। ভারত এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব তার স্বার্থেই দিয়েছে। এসব প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং তার স্বার্থে বাংলাদেশের অবকাঠামো সুবিধা ব্যবহার করা। বাংলাদেশের জনগণ এসব উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বিষয়ক প্রস্তাব জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থেই প্রত্যাখ্যান করেছে। বহুদিন ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, এডিবি ভারতীয় স্বার্থে কাজ করছে। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহে এডিবির সাহায্য প্রদানে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়ার এই নীতি দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটার প্রমাণ মেলে। লক্ষণীয় যে, প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে দুটি বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে। একটি হলো আর্থিক, প্রশাসনিক নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার এবং অপরটি হলো ঋণ ও সাহায্যের অর্থ ব্যবহারের যোগ্যতা বৃদ্ধি। এই দুটি ক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতার সমালোচনা করা হয়েছে। আর্থিক প্রশাসনিক নীতি ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেই বলা যায়, এর সঙ্গে বাস্তব অবস্থাগত ব্যাপার যেমন রয়েছে তেমনি সময়ের ব্যাপারও রয়েছে। সবচেয়ে বেশী রয়েছে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর শর্ত ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যাপার। যত অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণই হোক আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকগুলো একটি নীতি দ্বারা পরিচালিত। এছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই একটি কাঠামোগত বিন্যাস আছে। বলামাত্র এতে ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাস্তবতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি এসব ক্ষেত্রে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোকে যেসব শর্ত ও সুপারিশ রয়েছে তা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরপরও আমরা মনে করি সংস্কার প্রয়োজন এবং সে সংস্কার জাতীয় স্বার্থের নিমিত্তেই হওয়া উচিত। উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য কমিটি-কমিশন গঠন করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এসব কমিটি-কমিশনের অধিকাংশই কোনো রিপোর্ট দিতে পারেনি। দুয়েকটি ক্ষেত্রে রিপোর্টে পাওয়া গেলেও সরকার তা বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখায়নি। এ ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা তা সরকারের ওপরই সর্বোতভাবে বর্তায়। বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যাপারটি বহুদিন ধরেই আলোচিত হচ্ছে। সত্যি বটে, এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, দুর্নীতি এজন্য বিশেষভাবে দায়ী। বলা আবশ্যক যে, বৈদেশিক সাহায্য ঋণ গ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর কিছু শর্ত পালন করতে হয় এবং এসব শর্ত সাহায্য ও ঋণ ব্যবহার ব্যর্থতার জন্য কম দায়ী নয়। বলা বাহুল্য, দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো যদি সংস্কার কর্মসূচীর দ্রুত বাস্তবায়নে অধিক কড়াকড়ি করে এবং সাহায্য ও ঋণ পাওয়া না পাওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরিহার্য শর্ত করে দেয়, তবে সাহায্য ও ঋণ প্রবাহ আগামীতে অকল্পনীয়ভাবে কমে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তা নিয়ে এখনই ভাবতে হবে। প্রয়োজনে বিকল্প অনুসন্ধান করতে হবে। দ্বিতীয় বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।